যুগান্তর

13 JAN 2008
পৃঃ ২০ কলাম ৫

পাঠ্যবই পেতে বিলম্ব হবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের

যুগান্তর রিপোর্ট

সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়নি নতুন বছরের শিক্ষাবর্ষটি। একদিকে স্কুলে স্কুলে বিলম্বে ভর্তি প্রক্রিয়া, অন্যদিকে সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে বই না পৌঁছার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মূলত জাতীয় নির্বাচন এবং রাজনৈতিক অনিশ্চিত অবস্থার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এ অবস্থা।

বৃহস্পতিবার বছরের প্রথমদিনেই সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া হয়। কিন্তু সব শিক্ষার্থী একইদিন বই পেয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করা হয়নি। আবার মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই এখনও বাজারে ছাড়া হয়নি। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ৬ জানুয়ারি প্রথম দফায় ১৪টি বই বাজারে

বিলম্ব : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

বিলম্ব : পাঠ্যবই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছাড়ার কথা রয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আরও ৪দিন বেশি লাগবে বলে জানিয়েছেন প্রকাশকরা। অর্থাৎ ১০ জানুয়ারির আগে বাজারে ছাড়া যাচ্ছে না মাধ্যমিকের বই। নাম প্রকাশ না করে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির একজন ঊর্ধ্বতন নেতা জানিয়েছেন, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) যদি চাপ দেয়, সেক্ষেত্রে হয়তো সব বই বাজারে যাবে না। আর এক্ষেত্রে কেলেংকারি হয়ে যাবে। হয়তো দু'দিনের মাথায়ই বইয়ের সংকট দেখা দেবে।

মাধ্যমিক বই সংকট

বৃহস্পতিবার বিকালে এনসিটিবিতে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মহিরউদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রথম দফার বই বাজারে ছাড়ার বিষয়কে সামনে রেখেই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সূত্র জানায়, ওই সভায়ও প্রকাশকরা ৬ জানুয়ারি বই বাজারজাত করতে না পারার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সময়মতোই বই বাজারজাতের ব্যাপারে প্রকাশকদের চাপ দিয়েছে।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে বলেন, বই ৬ জানুয়ারি দিতে না পারার কোন যুক্তিই নেই। কেননা, আরও একমাস আগে বই ছাপার জন্য কাগজ, পজেটিভ এবং কাভার ডিজাইন দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ৩১ ডিসেম্বর এনসিটিবির যে সব দ্রব্যাদি প্রকাশকদের দেয়ার কথা ছিল তা দ্বিতীয় দফার বইয়ের। তাই যদি বিলম্ব হয়, তবে ১৪ জানুয়ারি বাজারজাত করা বইয়ের ব্যাপারে বিলম্ব ঘটতে পারে। এসব কারণে প্রকাশকদের যুক্তি গৃহীত হয়নি বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, সার্বিক ব্যাপারে এনসিটিবি এবং প্রকাশকদের মনিটরিং কমিটি কাজ করছে। রোববার ১১টায় তারা আবারও বসে অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আবু তাহের বলেন, ৬ জানুয়ারি বই বাজারজাত করতে হলে হয়তো বাজারে বইয়ের সংকট দেখা দিতে পারে তার দু'একদিনের মধ্যেই। তারিখটি ১০ জানুয়ারি পুনর্নির্ধারণ করলে ভালো হয়। সমিতির পরিচালক আফম শাহ আলম বলেন, সাধারণত ৮০ ভাগ বই তৈরি না হলে তারা তা বাজারে ছাড়তে আগ্রহী হন না তারা। কেননা, প্রথম দফার বাংলা, ইংরেজি ও গণিত— এ বইগুলোর চাহিদা বেশি। সবাই কেনে। সে কারণে ৮০ ভাগের নিচে বাজারজাত করা হলে তা পর্যাপ্ত হয় না।

প্রাথমিক বই সংকট

এদিকে বৃহস্পতিবার প্রাথমিক স্তরের বই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কিন্তু ৬৪টি জেলার মধ্যে মাত্র ১১টি জেলায় শত ভাগ বই পৌঁছেছে। আর বাকি জেলাগুলোতে ৮৫ থেকে ৯৩ ভাগ পৌঁছানো হয়েছে। অথচ এসব বই ১৫ নভেম্বরের মধ্যে পৌঁছানোর কথা ছিল। কাগজ ও শ্রমিক সংকটের কারণে বিলম্ব হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

ভর্তি কার্যক্রম

সাধারণত শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ফি বছর নতুন ভর্তি কার্যক্রম হয়ে থাকে। আর প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল ও মাদ্রাসায় বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নতুন ক্লাসে ভর্তি এবং বদলি ভর্তির ক্ষেত্রে 'আগে আসলে আগে পাবেন' পদ্ধতি চালু রয়েছে। এবার ঢাকাসহ সারাদেশেই ভর্তি কার্যক্রমে ছেদ পড়েছে। বিশেষ করে বেসরকারি স্কুলগুলো যেখানে নভেম্বর ও ডিসেম্বরে ভর্তি পরীক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করে, সেখানে এবার বেশ বিলম্ব হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর যেখানে ভিকারুননিসায় ইংরেজি মাধ্যমের ভর্তি পরীক্ষা হয়, সেখানে শুক্রবার হয় বাংলা মাধ্যমের পরীক্ষা। এছাড়া আগামীকাল মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়। আজ মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এবং ম্যাপললিফ স্কুলের পরীক্ষা হচ্ছে। এভাবে রাজধানীর অন্যান্য বেসরকারি স্কুলও পিছিয়ে পড়েছে।

রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল শুরু হবে। প্রথম দফায় হবে 'ক' গ্রুপের ৪টি স্কুলের। বাকিগুলোর ৬ এবং ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ২০ জানুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন হবে স্কুলগুলোর ভর্তি কার্যক্রম।